Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept.of History

Teacher's name -
Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 6th sem students

Scanned with CamScanner

6th Sem.

প্র: তাইপিং বিদ্রোহের প্রারম্ভিক সাফল্য ও অন্তিম ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর।

উ: ১৮৫১ খ্রী: জানুয়ারী মাসে কোয়াংসি প্রদেশের থিস্তিয়েন গ্রামে 'তাইপিং তিয়েন কুও' বা মহতী শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাইপিং বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এবং বিদ্রোহের প্রথম দিকে আশ্চর্যজনকভাবে সাফল্য লাভ করে। অবশ্য এর পিছনে কতগুলি কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত: তাইপিং অনুগামীদের আদর্শগত ঐক্য ছিল। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাইপিং সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে মাঞ্চু সরকারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্য দিকে তাইপিং বিরোধী সরকারী সেনাবাহিনীর কোন আদর্শগত ঐক্য ছিল না। সরকারী সেনাবাহিনী ছিল বেতনভোগী, আর তাইপিংগণ আদর্শবাদী বেতনের অপ্রত্যাশী।

দ্বিতীয়ত: বিদ্রোহী তাইপিংদের সংগঠন ছিল অপূর্ব। সাধারণ তাইপিং সৈন্য এবং তাদের নেতার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সেরূপ কোন সংগঠন ছিল না। সরকারী সৈন্যবাহিনীর নেতৃবৃন্দ পরস্পরকে সন্দেহ ও ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

তৃতীয়ত: বিদ্রোহী তাইপিং সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ ছিল আদর্শ স্থানীয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও আচরণ থেকে তারা বিচ্যুত হতনা। অপর দিকে

সরকারী সেনাবাহিনী ছিল নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধ এবং শৃঙ্খলা বোধহীন এবং নৈতিক চরিত্রের অভাবে অধঃপতিত। এছাড়া সরকারী সৈন্যরা হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি কুকর্মে লিপ্ত থাকত।

আদর্শগত ঐক্য, অপূর্ব সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ, বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্র এবং রণ কৌশল ইত্যাদি গুণ তাইপিং সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। সেহেতু বিদ্রোহের গোড়ার দিকে তাইপিং সেনাবাহিনীর জয় সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাইপিং সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। অবশ্য এর পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল।

<u>প্রথমত:</u> তাইপিং নেতৃবৃন্দের ক্রমশ: নৈতিক অবক্ষয় তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় সাধারণ তাইপিংদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তাদেরকে নীতিভ্রষ্ট করে। আদর্শচ্যুত এবং নীতি-ভ্রষ্ট তাইপিংদের আন্দোলন যে ব্যর্থ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

<u>দ্বিতীয়ত:</u> তাইপিং অনুগামীদের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দলের সৃষ্টি হয় এবং সেই সকল দলের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বিলাসী-জীবন-

দলের উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তিগত ক্ষমতাও সঞ্চয়ের জন্য তাইপিং নেতৃবর্গ সচেষ্ট হন। ফলে আদিম সাম্য-বাদী নীতির আদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত হন। কোন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আদর্শচ্যুত হলে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তৃতীয়তঃ একদিকে যেমন তাইপিং দল বিদ্রোহাত্মক বৈশিষ্ট্য গুলি হারিয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি বিপক্ষ দল অর্থাৎ সরকার পক্ষ শক্তি সঞ্চয়ে উদ্যোগী হয়, সেং-কুয়ো-ফ্যান এর মত দক্ষ ব্যক্তি সরকারী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে থাকে। ফলে বিদ্রোহ সহজেই দমন করা যায়।

চতুর্থতঃ ১৮৫৬ খ্রিঃ তাইপিং রাজ-ধানী নানকিং-এ এক অভ্যন্তরীণ আত্মঘাতী-সংঘর্ষের অভ্যুদয় হয়, যার ফলে বহু নেতা প্রাণ হারান এবং 20-৩০ হাজার অনুগামীর মৃত্যু হয়। ফলে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দলের উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তির-অভাব ঘটে, অপর দিকে তেমনি তাইপিং অনু-গামীদের ও মনোবলহীনতা ঘটে, উপরন্তু হুং-চাং ক্রমশ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে এবং অপর কারোরও সঙ্গে প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়ে কোন পরামর্শ করতেও অনিচ্ছুক হন। ফলে অনেকেই সরকারী শিবিরে যোগদান করেন।

পঞ্চমতঃ তাইপিং আন্দোলনের-সঙ্গে আরো অনেক সমসাময়িক কৃষক-বিদ্রোহী আন্দোলনের কোন যোগাযোগ

ষষ্ঠতঃ তাইপিং আন্দোলনে আদর্শগত বিরোধ ও লক্ষ্যণীয়। তাইপিং আন্দোলনের মূলভিত্তি ছিল ধর্ম ভিত্তিক। কিন্তু তাইপিংদের আদর্শ হয় দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করা। এতে কৃষক সম্প্রদায় বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। এছাড়া ড° সান ইয়াৎ সেন জাতীয়তাবাদের জনক এবং তাইপিং আন্দোলনকে মান্য করেন বিপ্লবের প্রবীণ। এরূপ আদর্শগত বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ড° এর জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী নেতার সুলভ ভাবমূর্তি বহুলাংশে ~~বিলম্ব~~ বিনষ্ট হয়।

সপ্তমতঃ আন্দোলন পরিচালনায় কৌশলগত ত্রুটি ছিল। অভিযান শুরু থেকেই তাইপিং সেনাদের উপর নির্দেশ থাকে তারা যেন নতুন নতুন শহর অঞ্চল; খাদ্যদ্রব্য এবং বন্দরাদি দখল করতে করতে অগ্রসর হয়। অধিকৃত অঞ্চল সমূহের সুশাসনের কোন ব্যবস্থা করেননি। এছাড়া নানকিং দখলে অত্যুৎসাহের পর তাইপিং বাহিনীর উচিত ছিল তাইপিং রাজধানী নানকিং এর ~~নানকিং দখলে অত্যুৎসাহের পর~~, নিরাপত্তার জন্য ইয়াংসি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ মাঞ্চু সরকারের শিবিরগুলি ধ্বংস করা। এবং সাংহাই বন্দর অধিকার করা ও তৎসহ বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

অন্যমতে: হং এর অধীন পাঁচজন 'রাজা' উপাধিধারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতা-লিপ্সা বিলাস ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাইপিং আন্দোলনকে দুর্বল করে।

সর্বশেষে চীনে যে পাশ্চাত্য-শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ: বৃটেনের বিরোধীতা আন্দোলনের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করে।

শেষ পর্যন্ত জেনারেল গর্ডনের সামরিক তৎপরতায় ১৮৬৪ খ্রিঃ তাইপিং বিদ্রোহের অবসান ঘটে। নানকিং পুনরায় চিং সরকারের অধিকারে আসে। চৌদ্দ বছর ব্যাপী বিদ্রোহকালে তাইপিংগণ ১৬টি প্রদেশ সামরিকভাবে অধিকার করে এবং অন্যূন ৬০০টি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাইপিং বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

Scanned with CamScanner